AFGHANI

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

আফগানি

গার্গী ভট্টাচার্য

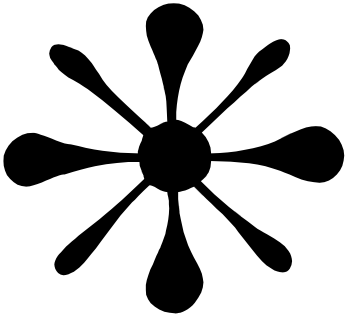

***** Dedicated to

Every artist……

গণশত্রু

গণশত্রু বলে চিহ্নিত **লম্পট আল ফায়েদ,**

তাকেই আজ মুক্তি দিয়েছে মানুষ ।

আবার পরিয়েছে রাজতিলক ও সোনার পাগড়ি !

কারণ গণশত্রু আল ফায়েদের হারেমে শুধু অপরূপা রূপসীরা ! আল ফায়েদ বলেছে :: কোনো কিশোরী ও নাবালিকা কিংবা শিশু নয় ।

আল ফায়েদ আরো জানিয়েছে যে সরকারি আদেশে - কম রোজগেরে মানুষের বোনাস না কেটে **সি-ই-ও দের** মাইনে কম করা হোক্ !

ওদের মাসিক মাইনে :: ইন্‌সেন, ইন্‌সেন!!

রানার

পাহাড়ের ওদিকে বড় ফার্ম ।

সুউচ্চ পর্বতের ঢাল বেয়ে নেমে আসে মেষশাবকের দল,
বাদামী ঘোড়া আর পরিযায়ী পাখিগুলো ।
অনেক অনেক চরাই উৎরাই পেরিয়ে একজন মানুষ আসে
ডাকবাক্সের সন্ধানে, পাহাড়ের পাদদেশে ।
এটা ওদের ফার্মের গেট । এখানেই ডাকবাক্স বসানো ।
চিঠিচাপাটি বিলি করে চলে যায় পোস্ট মানুষ ।
আর ফার্মের দেবদারু বৃক্ষের মত চেতনা ,
রানার হয়ে ;
সবার শীলমোহর আঁটা সংবাদ নিয়ে ঘরে ফেরে ।
পুরো একদিন লাগে , আসতে যেতে ।

ভারতীয় ধনঞ্জয় রাণা আর ফার্মের মালিক নয় ,
এক হৃষ্টপুষ্ট রানার এখন ।

শার্ক

হাঙরের মুখে পড়েছে- সমুদ্র স্নানে অভ্যস্থ

বিকিনি পরা, মুম্বাইয়ের মেয়ে লোনা দিবাকর ।

বিদেশে এসে সাঁতারে মন ;

তাই বুঝি গভীর সমুদ্রের আঁচড়ে হাঙরের দাঁত ভেসে আসে ।

অনেক লড়াই করে জিতেছে লোনা । নোনা জলের ঢেউ আর লোনার চোখের নোনাজল , এক হয়ে গেছে ।

লোনা বিজয়িনী । মিডিয়া, লোনাকে উন্মাদের মতন

টেলিকাস্ট করছে । লোনাও সব ভুলে আবার সাগরে নেমেছে । ক্যামেরায় মুখ দেখাবে বলে ।

লোনার সাহস দেখে হাঙর ব্যাটাও নিজের ফল্‌স্‌ দাঁত খুলে ফেলেছে। তাই হাঙরের মুখে বার বার পড়ে যাওয়া লোনা ;

মিডিয়ার কারণে আজ বিজয়নী থেকে বিশ্বজয়ী হয়েছে।

পরবাস

পরবাসের আনন্দ অনেকটাই -সপ্তাহের আড্ডায় ;

অনেকে মিলে শ্যাম্পেন আর রসুন জারিত চিংড়ির চপ খেতে খেতে চলে অনাবিল আড্ডা ।

বাঙালী, সিন্ধি, কোঙ্কোনি , সাঁওতাল, মণিপুরি আর গুজ্জু ভাইরা সবাই সেই আসরে মণিমুক্তো ছড়ায় ।

বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা বই পড়তে পড়তে দেখি

একটি মনমরা মেয়ে বসে আছে , নাম তার পম্পি ।

পম্পি এই আখড়ায় নিয়মিত আসে ।

আসরে, সবার মুখে নানান ভারী ভারী শব্দ, তথ্য , দেশোদ্ধারের গালভরা বাণী ।

তবুও পম্পি একা বসে এককোণায় ।

আজ চিংড়ির বদলে কচি বাছুরের শিক্ কাবাব

রান্নাটা করেছে সায়রা আখতার , মেহ্ফিল সাজাতে ।

প্রাণভরে খাচ্ছে সবাই । ব্রাহ্মণ ভোজনে ব্যস্ত - হোস্ট মিস্টার সৌরভ শেনয় ।

মেহ্ফিলে বাছুর খাচ্ছে শান্ডিল্য ব্রাহ্মণ !

এদিকে কোণঠাসা পম্পি সমানে কাঁদছে ।

ইতিহাস খননের স্পর্ধা নেই তবুও ইন্সটাগ্রামিং করে

কেউ ছদ্মনামে জানালো আমায়-

পম্পির মা-কে কেউ ধর্ষণ করেছিলো, কিশোরী বেলায় ।

ওর বাবা , সরকারি অফিসার দীপ মাহাতো- পদদলিত এই পাপড়ি চয়ন করেন নিজ বাগিচায় ।

একঘরে হওয়ায় দেশ ছাড়া ।

এই মুক্ত সমাজে তবুও পম্পি এককোণায় ।

ক্লিক

মৃতমানুষের ছবি তোলা স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ

আত্মা আর প্রেতাত্মার মাঝামাঝি বসবাস করে ;

রাত্রে বেজায় ঘুমায় -

তখন ওকে ভূতে ধরে ।

সারাটা দিনের গতিবিধি নিয়ে ওরা আলোকচিত্রীকে
রীতিমতন ব্যঙ্গ করে ।

আলোর বিন্দু যার রুটিরুজি

ঠিক সন্ধ্যের পরেই তাকে **হেলিও ফোবিয়ায়** ধরে ,

আলোর বর্ণালিকে ভয় পায় উত্তম পুরুষ !!

তাই বুঝি প্রতিটি মহাপ্রলয়ের অপেক্ষা করে ।

(Heliophobia – fear of the sun)

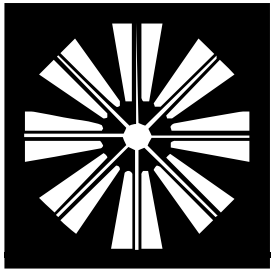

একদিন পাঁচুগোপাল

সোমবার রাতে পাঁচুগোলাপের হাঁপানি বাড়ে,

বুধবার পাঁচু যজ্ঞ করে ।

মঙ্গলে সব মঙ্গল । সেদিন ভুড়িভোজে মন ।

শনিবারে শনিচরীর চিঠি পড়ে ।

রবিবার বোনাস পায়, এক্সট্রা কাজ করে ।

গুরুবারে সত্যনারায়ণ পুজো আর সিন্নি ভোগ ,

শুক্রবারে অঢেল মদ আর হাস্কি ভয়েসে

সেক্সি মেয়েরা সব ।একটা দিনই নাইটক্লাবে স্বরূপ দেখায় পাঁচু অথবা পঞ্চু যাই বলো ।

এগুলো বিদেশে হয় । **তখন পাঁচুগোলাপ সাহেবি কেতায় ফ্যাচু । ফ্যাচু থেকে স্ট্যাচু ।** দেশী মানুষ ওর মূর্তি নিয়ে কতনা পুজো করে ! পাঁচু তখন গঙ্গাজলে সবকিছু ধুয়ে মুছে গোপাল আবার ।

আইটেম সং গুলো রংচং লাগিয়ে

মালকোষ , মল্লার আর বিল্বপত্র করে ।

ক্যারাটে

ক্যারাটে শেখাতো বিমল , কিশোরী আর যুবতীদের ।

তাদের সাহসী আর স্বাবলম্বী করে তোলে নির্মল বিমল।

ঘরে ; সুখ ছিলোনা । বিমল চ্যারিটি করতো ।

যুবতী মেয়েরা আর ভয় পাবেনা লম্পট রেপিস্টকে !!

আগে কেউ আসেনি ওর ক্লাবে । ফ্রিতে খাবার লোভ দেখিয়ে , অমলেট, চাউমিন আর এটা সেটা --

মেয়েরা যখন এলো তখন গার্হস্থ্য জীবনে

সাঁঝ নেমেছে । বৌ রত্নাবলী শিশুদের নিয়ে পিতৃগৃহে ।

তবুও ক্যারাটে মাস্টার বিমল, মেয়েদের স্বাবলম্বী করে ।

জগদম্বা মেয়েরা পথেঘাটে দুষ্টুলোককে কুংফু, শাওলিন প্যাঁচে ঘায়েল করে ।

বিমল নশ্বর বলেই একদিন ভস্ম হল ।

শ্রাদ্ধ হলনা বিমলের পয়সার অভাবে ।

শাওলিন মেয়েরা -চাঁদা তুলে বিমলকে ধার্মিক করে ।

বে-আব্রু ক্যারাটে মাস্টার বিমল ;

আজ সত্যলোকে বসে,

নির্মম সত্যকে পদ্ম গহ্বরে -মসলিন করে ।

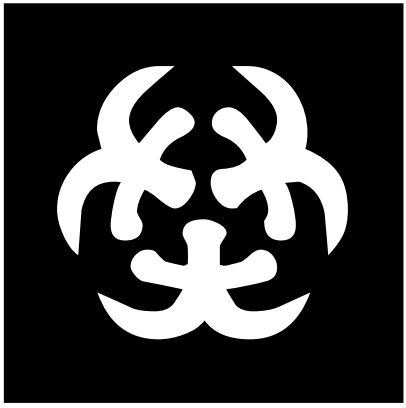

অনামিকা

শিশুকালে ইজ্জৎ হারানো ,

ঝরা কামিনী ফুল--অনামিকা সেলাই করে ।

নানান নক্সা থেকে শুরু করে কাপড়ের ছোট অংশ নিয়ে

কোলাজ ছবি ।

ইঁদুরে কাটা ফ্যান্সি ব্যাগে যখন সেলাই করে

চামড়ার ফুল বসায় ---লাভ সাইন আকারে ,

লোকে তখন ওকে ফ্যাশনিস্টা বলে ।

জীবনের রেখাচিত্র নিয়ে কোলাজ কলি

হয়নি এখনো লিপিবদ্ধ ।

হয়ত তখন সবাই ওকে সফল পরিচালক বলবে ।

মহল

মহলের সব ঘরগুলি ফাঁকা পড়ে আছে

শুধু দুটি ঘর নিয়ে মহুয়ার বসবাস, মহলের কোণায় ।

ঠিকানায় লেখা থাকে এক রাজমহলের নাম

সুদূরের মানুষ তাই ওকে রাজকুমারী ভাবে ---!

মহুয়াও রহস্য নিয়ে বাঁচতে শিখেছে । সে বুঝেছে - মানুষের কাছে **নিজেকে আয়নামহল না করে রাজমহল করাই শ্রেয় ।**

মানুষ তো কুকুরকে সব কাজে লাগায় ।

তবুও কুকুর শব্দই শ্রেষ্ঠ গালি ।

কুকুর স্বভাব --ল্যাজ নাড়া , হাড্ডি শুঁকে দেখা !!

মহুয়া সতর্ক হয়ে গেছে ; সরকার কন্ডোম দেয় দেখে

দুর্গোৎসবের সময়- নবরাত্রি কালে ,

মাতৃভূমে পা দিয়েই বুঝেছে

এই লুকানো মহলই সেরা ।

একাকিনী যারা জগৎ জঠরে ।

চাষবাস

এক সে দেশে ; সন্তান সংখ্যা স্থির করে নিজেই রাজা ।

রাজা আর মন্ত্রী -সান্ত্রী সবার একটি করে সন্তান ।

শুধু চাষাভূষা মানুষের সন্তান সংখ্যায় আছে অঢেল ছাড়্
--- চাষীভাইরা খুব খুশি । সুখী তাদের বৌমণিরা ।

তারা সানি লিওনির মতন পুরুষদের খুশি করতে জানে !

রাজা দয়াময় ও উদার, তাই সবাই আনন্দে ।

শ্রমিক সংখ্যা বাড়লে দেশের সুবিধে বলে

রাজা ওদিকে **গোপনে গ্যাসচেম্বারে, চাষাসূয় যজ্ঞ করে ।**

এক ফুট নিচে

যা দেখো তাই কেন বিশ্বাস করো ?

কপাটের আড়ালে সত্যান্বেষীর দিব্যদৃষ্টি

দেখেছে অন্য কিছু ।

এই থিওরিও বদলায় ।

আজকাল যা দেখো তাই মানো -- শেখানো হয়

অনেক স্কুলে ।

সবকিছুর এক ফুট নিচে যাবার দরকার নেই

এই বুলি শেখায় অনেক অনেক ইন্সটিটিউটে ।

যাকে ভদ্রলোকেরা মেন্টাল অ্যাসাইলাম বলে ।

আসলে সন্দেহ ও আনরিয়েলের চক্রে পড়ে অনেকে
নিজেকে **অহেতুক স্কিজোফ্রেনিক্ করে ।**

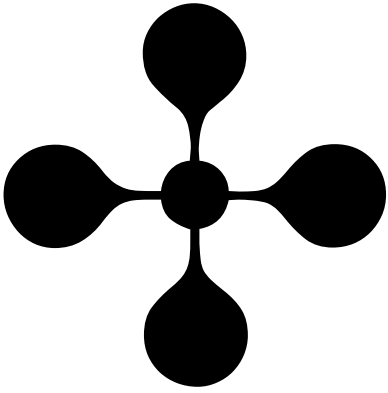

আফগানি

আফগানি মেয়েটি উদ্বাস্তু হলেও বানায় চমৎকার মাংসের কাবাব । যদি কোনো পথভোলা পেয়ে যায় !

লাইম সস্ আর হ্যালাপিনো মাখিয়ে শিকে মাংস গেঁথে রাখে , তুমি বলো লেবু ও লঙ্কা মাখা ।

আফগানি রূপসীর মুখটা দেখিনি আমি কারণ ওর মুখ ওড়নায় মোড়া । ও কেবল মাংসের নানাবিধ ; সূর্য ঢলে পড়লে ওর স্বামী ওকে নিয়ে উদ্দাম নাচে , অন্য সাত বৌও আছে শিবিরের গোপন সমস্ত চূড়ায় । আফগানি মেয়েটি নষ্ট হয় । বারবার । আপন পুরুষের হাতেই ।

ওর এইডস্ হয় , ও পচে গলে যায়

বসরার গোলাপের মতন আফগানি শরীর

দুমরে মুচরে ক্রমাগত রক্তনদী ঝরায় ।

কাবুলিওয়ালার আফগানি বৌ আজও

চাঁদভাসি ফাল্গুনি রাতে, গোলাপ আতর মেখে

নিজেকে Debug করে ।

উদ্বাস্তু শিবিরের আনাচে কানাচে মধুময়

কাবাবের শিহরণ্ ছড়ায় ।

এমন মানুষও আছে

শহরের অভিজাত মানুষ আর

গ্রামীণ চেতনা কিংবা আদিবাসী ছাড়াও

আরেক জাতের মানুষ আছে **যারা হাফ্ আদিবাসী ।**

ওদের মন থাকে অরণ্যে , ওরা বনমাতাল- বাঁশির সুরে

অথচ শরীরের প্রতিটি ভাঁজে , শহুরে লালগোলাপের ঝাড়---- এমনও মানুষ আছে ,

যারা প্রতিটি বনফুলের সুগন্ধে জংলী হয় ।

আদিবাসীদের অনেক অনেক পজিটিভ দিক্

সরিয়ে --নেগেটিভে বাঁচে ।

এই হাফ্ আদিবাসীরা ,নগরপাড়ের মধুবর্ষী নগরে

নিজেদের লুকিয়ে আজও ভালই আছে ।

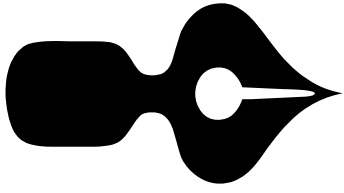

অস্তরাগের আলো

ঘন বনে, সস্তায় বাড়ি কিনতে গিয়েছিলাম । আমি পাহাড়ের আনাচে কানাচে থাকি ,প্রকৃতি ও ঘোড়াপ্রেমী । উঁচু উঁচু পাহাড়ের বুক চিরে গহীন জঙ্গল ।

দুইদিকে বনফুলের ঝাড় আর অজস্র এমু পাখি ।

মাঝে মাঝে দেখা যায় মৃগনয়নী , সাদা লোমওয়ালা জংলী কুকুর !

দূরে একটা সুন্দর ঝর্ণায় আমি ট্রেক করে যাই ।

পথে বৃদ্ধ অ্যাডম্ , প্রথম পুরুষের মতন আমাকে গ্রীণ আপেল খাওয়ায় ।

বিকেলে অল্প আলো । সূর্য ঢলে যেতে যেতে জ্বলে যায় বুক । অন্ধকারের ভয়ে ।

এবার আঁধারে ডুবে যাবে ধরিত্রী আর বুনো বন ।

হয়ত তখন বৃষ্টি নামবে । । তারও আগে মরা আলোয় দেখি এক জরাজীর্ণ নীলগাই, ফলাহার ছেড়ে ; মুগ্ধ নয়নে -অপরাহ্নের আলো পানে এগিয়ে চলেছে ।

রোমান্টিক জলছবি বনপথে ছড়ানো যেন অরণ্য এক সূর্যস্নাত , নক্ষত্র জাত আশ্চর্য প্রজেকশান ।

বনলতা দিয়ে, ঘরে ফেরার ডালি না সাজিয়ে

ম্যাজিকাল নীলগাই --জাফরানি জ্যোতিতে ,

কূর্চি বনের সন্ধানে পাখা মেলেছে ।

উন্মাদ শিল্পী

প্যারিসে এসেছিলো শিল্পের নেশায় ।

দেগার ছবি নকল করার আদেশ মানে নি বলেই

বুঝি বাংলার ননীগোপাল পাইন এখন অভিজাত
নগরের পথেঘাটে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে

ফ্রেঞ্চ টোস্ট আর মিষ্টি রুটি চায় ।

বড় বড় গ্যালারিতে ইন্ডিয়ান আর্টের রেখা

টেনেছিলো ননীগোপাল পাইন ।

এত নিঁখুত ছবি দেখে মুগ্ধ সবাই ।

দেশে , লোকে তাকে পোটো , পটুয়া বলে ব্যঙ্গ করে
তাই প্রবাসে কেউ বুঝি বলেছিলো দেগা আর
রেমব্রান্টের ছবি নকল করে জাতে উঠতে ।

নিজস্ব কলাকে হারাতে চায়নি বলেই ননীগোপাল সব হারালো । এখন ভিখারী ।

মেট্রো স্টেশানে , দেওয়াল রঙীন করে । গ্রাফিতি এঁকে শিল্পী থেকে ভিক্ষুক হল। তবুও নকল নবীশ - কেউ বলবে না !

একেই বুঝি বলা যায় মর্ডান আর্ট ।

লাইফ -লাইন ড্রয়িং এর না আছে কোনো ছিরি ,

না কোনো ছাঁদ !

ফণা

আজকাল মানুষে মানুষে স্রেফ ফণা । গান্ধীজীর শেখানো মন্ত্র দিয়ে বাণ মারলে কেউ মরেনা ।

প্রতিপক্ষ রাক্ষসে ভরা ।

পথেঘাটে , অফিসে , কলেজে- রাক্ষস আর রাক্ষস ।

রাক্ষস আর গায়ে দূর্গন্ধ যুক্ত তার মিনি ভার্সান খোক্‌কস্‌ যখন যুদ্ধে নামে তখন ফাদার অফ্‌ নেশানের ত্যাগ ও বশীকরণ মন্ত্রে বাজে না ডমরু ।

তাই বুঝি ফণাই ভরসা ।

মেয়েরা , মায়েরা , কিশোর ও বনমানুষ সবাই

এখন ফণা তোলে । ফোঁস করতেই হয় ।

সাপই রক্ষাকবচ । বাঁচতে হলে, আধুনিক দুনিয়ায় সভ্যতা ছেড়ে ফণিমনসা হতে হয় । প্রয়োজনে সাপের মতন নিজ সন্তানকেও খেতে হয় ।

নিম -মেয়ে

মেয়েটি অতি অল্পবয়সে ধরেছিলো পরিবারের হাল । ভাইবোনের বিয়ে হয়ে গেলে সে একাকিনী ; থাকে নিমগাছের নিচে - জীবন্ত কুটিরে ।

তার জীবনে একমাত্র পুরুষ তার বোনপো শ্রীজাত সাহা । নামের মাধুর্য্য থেকে ঘনিষ্ঠতা । দুজনের অনেক মিল । একই হবি । গান , গীটার আর চিলি চিকেন বানানো ।

সন্ধ্যা গাঢ় হলে নিম মেয়ে ঘরে ফেরে । পড়শীরা তখনও নিদারুণ জেগে ।

অবশেষে রেল গুমটির দিকে, একটা পরিত্যক্ত বাড়ি কিনে নেয় সেই মেয়ে । ভূতের বাড়ি হলেও ভূতগুলো উপকারি । ওরা পাহারা দেয় ।

সেইসময় নিম-মেয়ে, বোনপো শ্রীজাতের সাথে কমন হবি শানায় ।

রাগ

হঠাৎ রাগ হলে

শীতল জল ঢেলো নিজ আত্মায় ।

দেখবে রাগ বদলে গেছে অনুরাগে ।

জ্ঞান চক্ষু খুললেই যেমন জ্ঞানী হয়না

বরফ জলের প্রলেপও হঠাৎ প্রতিমা করেনা ।

শীতল বারির সফেদ লহরী , হোম ডেলিভারির

জন্য বুক করে রেখো ।

ক্রনিক ব্যাধির মলম তো তাই ক্রমশ লাগবে ।

হরিজনের হরাইজন

শৈশবে অনেক হরিজন দেখেছি ।

মোটা মোটা বাঁশের মধ্যে মৃত গরুমোষ বেঁধে নিয়ে , উড়ে যেতো দিগন্তের দিকে ।

আমার বাড়ির পাশেই অলীক জলপাই বন ।

সেখানে জাবর কাটতে কাটতে অনেক গরু যেতো পরপাড়ে । কেন -সেটাও রহস্য ।

উল্টোদিকে গোয়ালা গোপালের সুবিশাল বাড়ি ।

বার মহল, অন্দর মহলে সাজানো দালান ।

বাড়ির গিন্নী পূর্ণা থাকে অন্দরে আর গোপালের প্রেমিকা পাটুনি থাকে বারোয়ারি মহলে ।

ওদেরও অনেক গরু মোষ ।

মাঝে মাঝে তারাও মরে ।

হরিজন আসে শববাহী কাঠ নিয়ে । চৌকাঠ পেরোনো বারণ, তাতে বারোয়ারি মহলের হবে সতীত্ব হরণ !

কারণ গোয়ালা গোপালও নাকি হরিজনদের

সিডিউল কাস্ট বলে ।

খানাপিনা

খাসা খাবার খাওয়া সবার ভাগ্যে নেই বলেই বুঝি
কুকুর বিড়ালের খাদ্য খেয়ে বেঁচে আছে প্রমিলা,
রমলা আর ঐন্দ্রিলা ।

বিদেশে পড়তে এসে হারিয়েছে সব ।

বিদেশিয়া সমাজে মিশতে পারেনি বলে

ডিগ্রীর বোঝা না বাড়িয়ে নেমে পড়েছে কর্মযজ্ঞে ।

কাজ হল পেট ফুড টেস্ট করা । বস্তিবাসী হওয়ার থেকে বড়লোকের কুকুর হওয়া ভালো ।

যদি বেঁচে থাকো পাবে নগদ মোহর

আর মরে গেলে বীর-বীরঙ্গনার শিরোপা,

সংবাদ মাধ্যমে নাম প্রকাশিত হবে ।

উইকিপিডিয়া সাজবে -মায়ানগরীর কুকুর কথায় ।

তড়িৎ মানুষ

এক বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় , বিদেশের রাস্তায়

শহুরে মানুষের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে

বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়েছিলো যে তড়িৎ মানুষ

সে নাকি কয়েক সেকেন্ডের জন্য মারা গিয়েছিলো ।

তারও আছে পরিবার , ছেলেপুলে , পোষ্য পালিত ।

তড়িৎ মানুষের গৃহপালিত রাঙা বৌ -বুঝি গীর্জায় প্রার্থনা করে -- লর্ডের মুখের গ্রাস মানে নিজ স্বামীকে কেড়ে এনেছে । এখন টিভি চ্যানেলে কথা বলে মিনি সেলিব্রিটি !!!

তাহলে বেহুলা লখীন্দরও এক্সপোর্ট ইমপোর্ট?

সাজে বিদেশের ইন্দ্রজালে ।

কাঠুরে

স্বপ্নে কাঠ বিক্রী করে মায়াবী কাঠুরে ।

আগে ছিলো এক ফেরিওয়ালা । মার্সিডিজ , বি এম ডাবলু মোটর গাড়ির ওপরে জাদু কাঠি বোলাতো ।

হঠাৎ ওর কী হল ! কেউ বলে পাগলা কেউ বা বলে ও চেতনায় ফিরলো ।

স্থির করলো আর নয় । মোটর ও মোহরের টুং টাং ছেড়ে এখন কাঠের বুনো গন্ধ ;

দিবারাত্রি কাজ করা কাঠুরে শুধু স্বপ্নে নয় বাস্তবেও মায়া ছড়ায় । **কাঠের পেটেন্ট নেওয়া , রোজ-উড আর বর্মি বাক্সের মালিক নেহাৎই কারিগর তবুও**

জাদুকর রূপে যুব সমাজে ম্যাজিক ওয়ান্ড ছোঁয়ায় ।

গাছ কাটা

গাছ কাটা শিখে নিয়েছে অনেক মানুষ

তারাই শহীদ হয়েছে ;

এখন প্রলয়ের সময় ।

গাছ না থাকলে চলে না ।

গাছ কাটতে গিয়ে হাড় পাঁজরা ভাঙলো যারা

তারাই শহীদ হয়েছে ।

এই রোগের চিকিৎসা নেই ।

পেটের দায়ে গাছ কাটে যারা

তারাই খুনের দায়ে শহীদ হয় ।

গাছের তো সেন্স আছে । ওরা সবাই একজোট হয়ে নালিশ করেছে কাউন্সিলের অফিসে ,

মানুষ সবুজ চায় , চায় সবুজ বিপ্লব

হয়ত তারই জন্য গাছের এত দাম ,

যারা উপড়েছে তারাই শহীদ হয়েছে ।

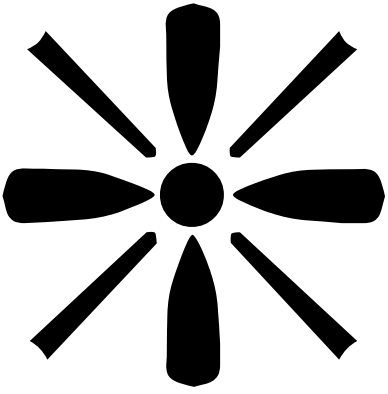

রবিন হিগিন্স

কৃষ্ণ কালো আঁখি , শাম্বোষ্ঠী ,

আর একগুচ্ছ বাদামী চুলের মেয়ে রবিন হিগিন্স

বিয়ে করলো কালো পুরুষ , কালপুরুষের মতন
আর্থার গিবসন্‌কে ।

আর্থারের সাথে কেবল মনোমালিন্য নয়

স্বামীটি তার বিশ্বাস ভাঙে আর গড়ে

বারবার । **অজস্র বাস্টার্ডের বাবা নাকি সে !**

সাদাদের দেশে, কালো সমাজের এমনিতেই ভারি
বদনাম। তাই বুঝি হিগিন্স চুপ করে থাকে ।

অশান্তি থেকে একদিন হয়ে গেলো খুন । রবিনের হাতেই । তার কালপুরুষ আর্থার ।

নীরবতাই কাল হল । কাউন্সেলিং করা উচিৎ ছিলো --

এইসব ছাইপাশ এখন সমস্ত মিডিয়া , কাগজে ।

এতকিছুর মাঝে ; রবিনের ত্যাগটা নিয়ে কিন্তু কেউ একটিও লাইন লিখলো না ।।

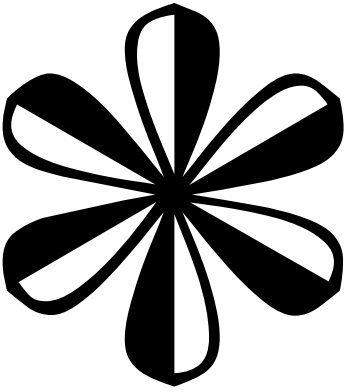

বেহালা

বেহালা বাজায় একমনে নীতু আর হীরু ঘোষ ।

দুই বোনের স্বভাব খেয়ালিপনা আর বেসুরো বেহালা ।

খাস শহরের পরেই বেহালা ।

আজকাল কলকাতা জঙ্গল হল ।

রায়চক থেকে আসে চিতাবাঘ !

নীতু হীরুকে বাঁচায় বাঘের মুখ থেকে

আর হীরু বাঁচায় নীতুকে,

ডায়মন্ডহারবারের বাতিঘর ভেঙে, জলে ডুবে যাওয়া থেকে ।

এভাবেই পরস্পরের ওপরে নির্ভরশীল, যমজ জীবন । শহরতলির ফুলকলিরা আজ ধানক্ষেত, ধানসিড়ি আর ধানশীষের বন্দরে বসে মোবাইল ক্যামে সেল্ফি করে ।

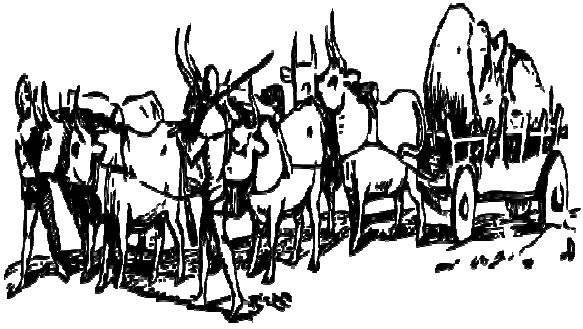

ইঁদুর

মেঠো ইঁদুর ধরে ধরে খায় যারা ,

আর বেঁচে থাকে এইভাবে -যুগযুগান্ত , তাদের কখনো আদর করেছো ?

মধ্যবিত্ত জীবনে যত সাহিত্য ?

কেন হে ? ওরা মানুষ নয় ? ওদের কান্না পায়না ?

কেন ধানের গোলায় ধান না ভরে ফ্রিজে খাবার রাখো ?

কেন পিৎজা , বার্গারে পেট ভরাও ?

মাঝে মাঝে পান্তাভাত আর গরম ভাত খেয়ো,

চেটেপুটে , গন্ধ লেবুপাতা আর ঘি- লঙ্কাভাজা দিয়ে ।

মন্দ লাগবে না ; **তোমার আত্মা- রেইকি আর স্নিগ্ধতা পাবে ।**

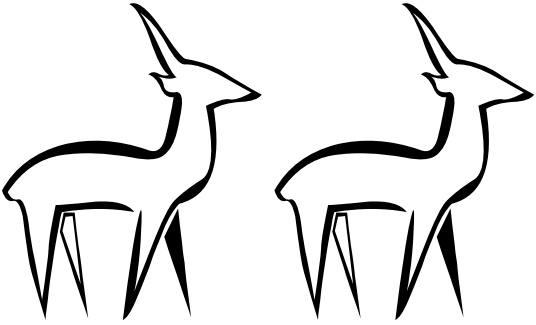

ক্যাঙারু

অঙ্ক শিক্ষক ;শুধুই যোগবিয়োগে থাকেন ! বাড়ির ব্যাকইয়ার্ডে ক্যাঙারুর বাসা । ওরা নিশাচর , অনেকটা প্যাঁচা আর রাতপাখির মতন !

অঙ্ক শিক্ষক সবকিছু সমাধানে ব্যস্ত ।

ওরা সারাদিন কোথায় থাকে , কী করে ঘুমায় এইসব সমীকরণের হিসেব চাই । নাহলে মুখ ভার ।

দাঁড়ি কামাবেন না ।

অঙ্ক শিক্ষক লিমিটলেস মানে ভাবেন যার কোনো শেষ নেই , শুরু নেই । **সময়ের বাইরে,** এর অর্থ হল নেই দিন নেই রাত ।

ক্যাঙারুর এক একটি লম্ফ আর হাড় পাঁজরা বার করা হাসি এবং বোনাস হিসেবে পকেটমারির দায়ে জেল হাজতে যাওয়ার অর্থ মোটে বোঝেন না অঙ্ক বিশারদ্ ।

তাই বুঝি সাধারণ মানুষ ওদের পাগলা দাশু বলে !

তখন অঙ্ক শিক্ষকের বৌয়ের মুখ ভার !!

ছলনা

যতই সরল চোখে চাও , বনহরিণী !

আমি ভুলছি না । মায়া হরিণ ধরতে গিয়ে হল কাল , সীতার মতন সতীর সতীত্ব নিয়ে গোলমাল ।

রাবণকে তুমি মন্দ বলো । সিংহলে গিয়ে দেখো সেখানে রাবণ রাজা একজন পন্ডিত , বীর আর গীতসঙ্গীত বিশারদ্ । **তবুও সীতার আই আই টি আর জয়েন্ট হল ! সীতার আই আই এম পরীক্ষা হল ।**

তোমার সহজ হাসি আর সাহায্য চেয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হাত দেখে দেখেও আমি হরিণকে ফেসবুকে অ্যাড করছি না ।

কারণ আমি দেখেছি -খুচরো বনপথে যত্তসব অবলা নারী কিংবা লিফট্ চাওয়া মৃগনয়নী চতুষ্পদেরা - মায়াবীই হয় ।

কুড়িয়ে পাওয়া মানুষ

লিঙ্গমালায় যেতে যেতে দেখা হল এক কুড়িয়ে পাওয়া মানুষের সাথে । সে বললো (লোকে অবশ্য ওকে পাগল বলে , সবার কাছে নাকি বিস্কুট আর এক ভাঁড় চা দাবী করে) আমি যেন লেখালেখি ছেড়ে নিজের ইজ্জৎ বাজারে বিক্রি করা আরম্ভ করি ।

আমি ওকে অনেক বোঝানোর চেষ্টায় ছিলাম যে আমি আগুনের পাখি , আমার সাথে যে শোবে সে তলিয়ে যাবে কালের গহ্বরে । তাই আমি বেশ্যাবৃত্তি করিনা ।

লোকটি অসম্ভব বাচাল । বলে কিনা --যে পথে পা দিয়েছো, সেই পথে মৃত্যু অনিবার্য --তুমি ইতিহাস হতে পারবে না ।

পাগল তো, তাই বুঝি ও ভাবে- ইতিহাস হতে গেলে বিকিনি লাগে । পিঞ্জর, ঘোমটার আড়ালে পদ্মাবতীও যে প্রত্ন এই সুক্ষ্মবোধ, বোধকরি **-স্খলিত মন খোসার সাথে , কড়ির মতই হারিয়েছে ।**

ঘাস মেয়ে

ঘাসমেয়ে , ঘাস কেটে নিয়ে যায়

মহাবালেশ্বরের পথে , পাহাড়ি রাস্তায় ।

শুকনো মুখ আর এলোমেলো চুল

মাথায় ঘাসের স্তূপ ।

মেয়েটি রোজ যায় । শৈশব থেকেই দেখেছি !

গিধনিতে আমার বাবা একটা ফার্মহাউজ তৈরি করবে বলে বিশাল ইউক্যালিপটাস্ আর সোনাঝুরি বন , কিনেছিলো । সেই সুবিশাল ২২ বিঘা জমি এখন মাওবাদী কবলে ।

শোক ভুলতে আমি মহাবালেশ্বরে, ফার্মহাউজ কেনার নেশায় ; ছুটে ছুটে যাই সুড়ঙ্গ পথে !

মেয়েটিকে, আদি অনন্তকাল থেকে একই ঘাসের বোঝা নিয়ে যেতে দেখছি । ওর কৈশোর বা যৌবন নেই । তাতে কিছু যায় আসেনা । এত কাছে মুম্বাই হওয়া সত্ত্বেও বাঈ হওয়া কিংবা সোসাইটি গার্ল,

কোনোটাতেই ওর কোনো উৎসাহ নেই । কলি আর পরাগের সীমানা পেরিয়ে ও শুধু ঘাসফুলেই খুশি ।

সতেজ, সবুজ, শিশিরভেজা ঘাস-স্ফুলিঙ্গ

দেখে দেখে , ফার্মহাউজ বানাতে চাওয়া আমি

অবসেশানে ----ও আমার মোনালিসা , ফিদা হুসেনের মাধুরী দীক্ষিত , যাই বলো ! আমার নিঁখুত জলরঙে

স্রোতস্বিনী ঘাসমেয়ের পোর্ট্রেট !

অদ্ভুত কান্ড ! কালের রথে চড়ে , উড়ে যাওয়া

ওর মুখটা -আমি কখনোই আঁকতে পারিনি ।

ফুলওয়ালি

দুই ভাইবোন শাশ্বত গ্রামে নেহাৎই পেটের দায়ে

মন্দিরে মন্দিরে ফুলমালা বিক্রি করে ।

প্রতিটি মালার দাম অল্পই তবুও

ঠাকুরের নামে ঠাকুর মশাই ফ্রিতে নিয়ে যান !

মঙ্গল দীপ জ্বেলে বলেন ----এতেই তোদের অসীমে মঙ্গল ।

অসীমের কথা না জানা মূর্খ ভাইবোন

সীমায় বাঁচে ।

ওদের বাবার চিতায় কাল আগুন দিলো বলেই

মন্দিরে মালা চড়ায় নি ।

আসলে দাহ-কার্য শেষ হতে হতে রাত্রি গভীর ;

দেবতারা সবাই গাঢ় নিদ্রায় ডুবেছেন ।

অসীমের সন্ধানে বিবাগী না হওয়া দুটি সরল পক্ষীশাবক সীমাতেই বিন্দাস্ রয়েছে !

নিজেদের লিমিট বোঝে বলেই বুঝি

চিতাভস্ম থেকে কুড়িয়েছে কেবল বাবার ছাই ।

নশ্বর ছাই, কলসে ভরে পুণ্যতোয়ায় ভাসিয়েছে ।

তাতে পুষ্পিত পল্লব ,পুষ্পরাগ

কিংবা কুঁড়ির স্পর্শ ছিলো না !

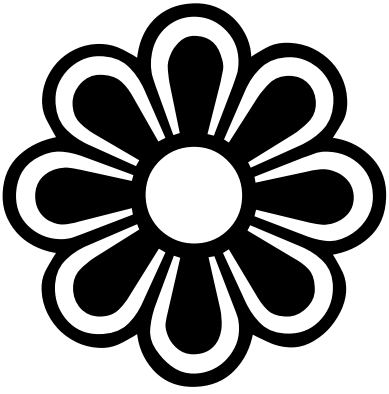

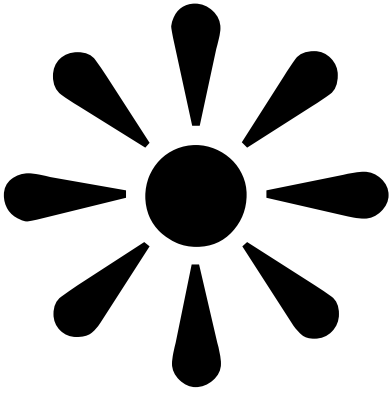

পাহাড়ে সন্ধ্যা নামে

পাহাড়ে তবুও সন্ধ্যা নামে ,

শুদ্ধ মানুষের ঢল পাহাড়ের ঢালে,

যুদ্ধ ভয়ে কম্পমান মানব সন্তান ; মানব বোমার ভয়ে পাহাড়ের আবডালে বসবাস করে ।

দুর্গের মতন চারিদিকে পর্বত শৃঙ্গ ,

কাঁকন আর ফুলরেণু ওড়নায় ঢাকা

সবুজ বনতল !

গৃহযুদ্ধে মেতেছে আজকাল না-মানুষের সাথে !

কঠিন টিলা প্রাচীরে ঘেরা শান্তিময় পাহাড়ে

এখনও ঝুপ্ করে তাই -গাঢ় সন্ধ্যা নামে !

হোলি

রুমঝুম আর রিমঝিম আর মোহন বাঁশি

মোহনভোগের নেশায় খেলে যায়- হোলি ।

ব্রজগোপী যে ঠিক কে ছিলো, তার ইমেলটা পেলে

এস এম এস করে জানতে চাইতো !

শ্রীরাধিকাকে নিয়ে লিভ- ইন রিলেশানে কেন গেলো না

কেশব মাধব , তা জানতে ওর টুইটারে মেসেজ করলে উত্তর পেতো !

যারা সব গেলো গেলো করে তোলে রব

তারা জেনে রাখো , শাস্ত্রমতে বলা হয় ধরিত্রীর ওপরে আর নিচে মিলে নাকি চোদ্দটা বিশ্ব !

প্রলয়ে নিচের সাতটি আর মহাপ্রলয়ের সময় পুরো চোদ্দটাই ডিলিট করে দেয় ট্রাবল-শুটার ইউনিভার্স !

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে হোক্ যতই ভয়! বিজ্ঞানের
সত্যগুলি অমৃত নয় --

হোলি পবিত্র খেলা , দানব নন্দিনী হোলিকার স্পর্শে
কখনই হবেনা পলিউটেড্ !

পত্‌ঝড়্

নূর, ফানা, শবনম্‌, শিরিন্‌, গুফ্‌তাগু ,

কাফিলা, কায়নাৎ , আলফাজ্‌, আশ্‌না , আফ্রিন হায়াৎ , রাফ্‌তার , জুনুন , লেহ্‌জা, খাফা-- যাদের ভাষা , তাদের খুনী বলো ? ওরা সাদাদের সরাতে চায় বিশ্ব দরাবর থেকে ??

হেমন্তের বিষাদময় ঝরাপাতা লগ্নকে, যারা পত্‌ঝড়্ বলতে জানে---

তাদের মিষ্টত্ব কেবল ভাষায় নয় , জীবনের প্রতিটি বল্কলে । তুমি মনে হয় ভাষাটা গুলিয়ে ফেলেছো !

ওরা শান্তিকে সুকুন বলে ।

আর বিশ্বায়নের স্পর্শে-সব্বজান্তা তুমি ভালচার্‌ ভেবে বসেছো !!

"I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones."

— **Albert Einstein**

গুরুচন্ডালি

গুরু আইনস্টাইন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা আঁচ করতে অক্ষম !

সক্ষম চন্ডালি শিষ্যা তখন সাহস পেয়ে বলে ওঠে ::
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে ফেসবুক আর টুইটারে ।

অভিশপ্ত পাথর

প্রিন্স চার্লসের শ্বশুরালয় বলে পরিচিত কুইনবেয়ান

শহরে (যাদের বেয়ান কুইন আরকি !)

রাতভর হবে নাটকের বৃষ্টি ।

লোকাল শিল্পী , লোককথা আর লোকশিল্পের
সমাহারে, মধুর সন্ধ্যা কুইনবেয়ান শহরে ।

হেমন্ত উৎসবে মাতোয়ারা স্টেজের ওদিকে

ভেসে আসে হাসনুহানার সুবাস ।

সন্ধ্যা হয় সুগন্ধা ।

একটু দূরেই , আফ্রেশিয়া নদীপাড়ে জেমস্টোন ভিলেজ-

নানান রং বেরং এর পাথরের বাহারে

নয়নে ঝিলমিল লাগে ।

যদিও জানা যায়নি আজও

দু:খ কষ্ট বুকে নিয়ে, ঠিক কোন প্রজাতির মানুষ

এইসব অভিশপ্ত পাথরগুলির

রক্ষণাবেক্ষণ করে ।।

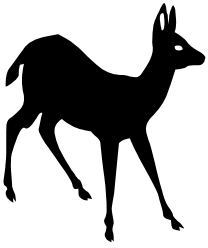

THE END